দৈনিক বাংলা

14

তারিখ 18 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

রাজধানীর পাশে কলেজ ঃ শিক্ষকরা কর্মস্থলে থাকেন না

জালাল আহমেদ ঃ রাজধানীর আশপাশে অবস্থিত সরকারী কলেজগুলোর ৫০ শতাংশ শিক্ষক তাদের কর্মস্থলে নিয়মিত থাকেন না। এরমধ্যে অধ্যক্ষও রয়েছেন। এতে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। অভিভাবক, ছাত্র সংসদ, ছাত্র সংগঠন এবং সরকারী প্রশাসনিক বিভাগও এর সত্যতা স্বীকার করেছে।

অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন, বেসরকারী কলেজগুলো সরকারীকরণের পর লেখাপড়ার মানের উন্নতি তো হয়নি বরং অবনতি ঘটেছে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, মানিকগঞ্জ, গাজিপুর, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন সরকারী কলেজের প্রায় অর্ধেক শিক্ষক-শিক্ষিকা ঢাকা থেকে প্রতিদিন এসব এলাকায় গিয়ে ক্লাস করান। এতে দেখা গেছে, দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসে তারা কলেজের ক্লাস নিচ্ছেন। দীর্ঘপথ পাড়ির শেষে স্বাভাবিকভাবেই এরা ক্লান্ত থাকেন। কাজেই মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে তারা শিক্ষাদান করতে পারছেন না। দায়সারাগোছের ক্লাস নিয়ে কর্তব্য সমাধা করছেন।

অভিভাবকদের আরও অভিযোগ, কোন কোন সময়ে রাস্তায় যানবাহন বিকল হলে কিংবা যানজটের কবলে পড়ে গেলে সেদিনের নির্ধারিত ক্লাস নিতে তারা ব্যর্থ হন। আবার অনেক সময় অঘোষিত ধর্মঘট হলে তারা আসতে পারেন না। এই অবস্থা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জানা গেছে, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকরাই বেশীরভাগ কর্মস্থলে নিয়োজিত থাকেন না। এসব শিক্ষক পদোন্নতি রক্ষার জন্য জেলা সদর, থানা সদর কিংবা রাজধানীর বাইরের থানের কলেজগুলোতে যোগদান করে থাকেন। এতে কলেজগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

রাজধানীর বাইরের কলেজে যে সব শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়মিত কর্মস্থলে থাকেন তাদের এক বড় অংশ স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রভাষক/লেকচারার। পর্যায়ের দেখা গেছে সিনিয়র শিক্ষকরা বেশীদিন কেউ গ্রামাঞ্চলের কলেজে থাকেন না। এরা ঢাকা মহানগরীতে থাকার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে তদবীর করতে থাকেন। ছাত্রছাত্রীরা কৌতুক করে এ ধরনের শিক্ষককে "উড়ন্ত শিক্ষক" বলে অভিহিত করছে।

তবে এ ব্যাপারে মানিকগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ, গিওর কলেজ, সীনথ কলেজ, দরগ্রাম কলেজ, হরগঙ্গা কলেজ ও ভাওয়াল বদরে আলম কলেজে যোগাযোগ করা হলে শিক্ষকরা জানান, আবাসিক সংকটের কারণে তারা কর্মস্থলে থাকেন না। তবে অনেকের কর্মস্থল থানা পর্যায়ে হলেও কেউ কেউ সংশ্লিষ্ট জেলা সদরে বসবাস করেন।

এখানে উল্লেখ্য, সরকারী নিয়মানুযায়ী শুধুমাত্র 'স্টেশন লিভ' করার ক্ষেত্রেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু এসব কলেজের অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের স্থানীয়ভাবে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না বলে, বিনা অনুমতিতেই তারা কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। এতে থানা পর্যায়ের সরকারী কলেজগুলোর মান অনেক নীচে নেমে গেছে।

এছাড়া, এসব এলাকায় সরকারী কলেজগুলোতে কিছু বিষয়ের শিক্ষকের পদও দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। অনেক বদলী শিক্ষকের জায়গায় নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। আবার কোন কোন কলেজে সহকারী বা সহযোগী অধ্যাপকের কোন পদই সৃষ্টি হয়নি।